দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 13 JAN 2008
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৩

২ Frame

বাংলাদেশে ইউনানী চিকিৎসা

বর্তমান ও ভবিষ্যত

কমপ্লিমেন্টারি ও বিকল্প চিকিৎসা পদ্ধতি (CAM) বর্তমানে বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা কর্তৃক স্বীকৃত। এ চিকিৎসা পদ্ধতি বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার আলমা আতা ঘোষণা মোতাবেক সকলের জন্য স্বাস্থ্য সুনিশ্চিত করার ক্ষেত্রে সহায়তা এবং জনগণের স্বাস্থ্যসেবায় অনেক অবদান রাখতে পারে। ১৯৮৩ সালে বাংলাদেশ ন্যাশনাল ড্রাগ পলিসির (BNDP) চেয়ারম্যান হিসাবে আমি ড্রাগ পলিসিতে ৩টি চিকিৎসা পদ্ধতির অন্তর্ভুক্তির সুপারিশ করি। বস্তুত বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা ছাড়া অন্য বিশেষজ্ঞ কমিটির এটিই প্রথম সুপারিশমালা। এর ফলে ৩টি চিকিৎসা পদ্ধতিই অন্তর্ভুক্ত করা হয়, যা ইসলাম কমিটির অনন্য কৃতিত্ব। আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর ডিগ্রী যেমন এমডি ও পিএইচডি প্রোগ্রামে এ চিকিৎসা পদ্ধতি প্রবর্তনের কৃতিত্ব হামদর্দ ভারতের। বলতে গেলে উপমহাদেশে এ চিকিৎসা পদ্ধতি প্রবর্তনের কৃতিত্ব দিল্লীর হামদর্দ বিশ্ববিদ্যালয় ও আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের। পাকিস্তানের হাকীম মোহাম্মদ সাঈদ বলেছিলেন, ভারতে এ চিকিৎসা পদ্ধতির সম্প্রসারণ হামদর্দ ভারতের জন্য একটি চ্যালেঞ্জ। তিনি হামদর্দ বাংলাদেশের উন্নয়নের জন্য পূর্ণ সমর্থন ও সহযোগিতা অব্যাহত রেখেছিলেন। বিশাল হৃদয়ের এই মানুষটি হামদর্দ পাকিস্তান ও হামদর্দ বাংলাদেশকে কখনও আলাদা চোখে দেখেননি। তিনি হামদর্দ বাংলাদেশের জন্য টেকনিক্যাল ব্যবহারিক জ্ঞান থেকে শুরু করে প্যাটেন্ট রাইট ও লাইসেন্স পর্যন্ত সকল সুবিধা নিশ্চিত করেছিলেন যাতে হামদর্দ বাংলাদেশ মানসম্পন্ন পণ্য উৎপাদন করতে পারে।

দেশ বিভাগের পূর্বে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে হামদর্দ বাংলাদেশ একটি শাখা প্রতিষ্ঠান হিসাবে অস্তিত্ব বজায় রেখেছিল। হাকীম সাঈদের পিতা বিশিষ্ট চিকিৎসা বিজ্ঞানী হাকীম আব্দুল মজিদ হার্বাল চিকিৎসাবিজ্ঞানের সংরক্ষণ ও উন্নয়নসহ মানবসেবার মহান উদ্দেশ্য নিয়ে

ডা. নুরুল ইসলাম জাতীয় অধ্যাপক

১ আগস্ট ১৯০৬ সালে ভারতের দিল্লীতে হামদর্দ প্রতিষ্ঠা করেন। যা পরবর্তীতে বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপ নেয়।

দেশ বিভাগের পরও (পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর) এ বিশ্ববিদ্যালয় ধীরে ধীরে সম্প্রসারিত হয় এবং ইউনানী চিকিৎসা ক্ষেত্রে গবেষণা এবং শিক্ষায় বিশেষ অবদান রাখতে সক্ষম হয়। এ কার্যক্রমে বিশ্ববিদ্যালয় সম্পূর্ণ স্বাধীন ছিল এবং এর সম্প্রসারণে কোন বাধা ছিল না। বরং আস্তে আস্তে বিপুল এলাকাজুড়ে এর বিস্তৃতি লাভ করে। হামদর্দ ভারতবর্ষে প্রতিষ্ঠা লাভ করে ১ আগস্ট ১৯০৬ সালে। হাকীম সাঈদের জন্ম হয় ৯ জানুয়ারি ১৯২০ সালে। জন্মের আড়াই বছর পরে তিনি পিতৃহারা হন। হাকীম আব্দুল মজিদের মৃত্যুর পর হাকীম আব্দুল হামিদ (জ্যেষ্ঠপুত্র) হামদর্দ ভারতের পরিচালনার ভার গ্রহণ করেন ১৯২৭ সালে। উভয় ভ্রাতা পিতার অন্তিম ইচ্ছা অনুযায়ী ১৯৪৬ সালে ভারত হামদর্দসহ হামদর্দের সকল সম্পদ ওয়াকফ করে দেন। ২৮ জুন ১৯৪৮ সালে হামদর্দ পাকিস্তানের গোড়াপত্তন এবং এর পরিচালনার ভার গ্রহণ করেন হাকীম মোহাম্মদ সাঈদ। দুস্থ মানবতার সেবায় হাকীম মোহাম্মদ সাঈদ ছিলেন নিবেদিতপ্রাণ। বাংলাদেশকে তিনি ভালবাসতেন প্রাণভরে। অন্তর দিয়ে। তাই তিনি তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তান তথা আজকের স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশের জনগণের চিকিৎসার প্রতি গভীর মনোনিবেশ করেন। ১৯৫৩ সালে তিনি ঢাকা ও চট্টগ্রামে দু'টি চিকিৎসা ও বিক্রয় কেন্দ্র স্থাপনের মাধ্যমে বাংলাদেশে হামদর্দের শুভ সূচনা করেন।

১৯৫৩ সালে প্রতিষ্ঠার পর বহু বছর পর্যন্ত বাংলাদেশ হামদর্দ লোকসান দিতে থাকে। এতে হাকীম মোঃ সাঈদ হতোদ্যম হননি। বরঞ্চ তিনি এখানে হামদর্দের কর্মপ্রবাহের গতি সম্প্রসারণ করেন। তিনি মাসে তিনদিন ঢাকায় এসে সকাল ৭টা থেকে রাত ৭টা পর্যন্ত অবিরাম চিকিৎসাসেবার মাধ্যমে রোগীদের সেবাযত্ন করতেন। স্বাধীনতার পূর্ব পর্যন্ত এভাবে চালিয়ে গেছেন। পরবর্তীতে পুঁজির চেয়ে ১০ গুণ বেশি দায়-দেনাসহ হাকীম মোঃ ইউছুফ হারুন ভূঁইয়ার ওপর হামদর্দের দায়িত্বভার অর্পণ করেন। ক্রমে ক্রমে হামদর্দের সকল পরিচালক, অফিসার ও শ্রমিক কর্মচারীদের নিরলস পরিশ্রমে হামদর্দ পরিবর্তিত রূপ নেয় এবং একটা লাভজনক শিল্প প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। হামদর্দের এই অভাবনীয় উন্নতির পিছনে ৩ জন নিবেদিত কর্মীর আন্তরিক উদ্যোগ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এরা তিনজন হলেন হাকীম মোঃ ইউছুফ হারুন ভূঁইয়া, হাকীম রফিকুল ইসলাম (রফিকুল হামদর্দ) এবং অধ্যাপক হাকীম শিরী ফরহাদ। এদের রাত-দিনের ক্লান্তিহীন চেষ্টারই ফসল আজকের হামদর্দ। কেন জানি না এরা সকলেই চান আমি যেন ট্রাস্টি বোর্ডের স্থায়ীয় সদস্য হিসাবে সবসময় থাকি। মাঝেমধ্যে আমি সরে যেতে চাইলেও তারা রাজি হন না। আমার উপস্থিতি হয়ত মডার্ন কিংবা এ্যালোপেথিক চিকিৎসার সাথে ট্রাডিশনাল তথা ইউনানী চিকিৎসার বাইরে। এমন স্বাধীনতার সুযোগ গ্রহণ করে ইউএসটিসিকে আমি ইচ্ছামতো সম্প্রসারিত করতে পেরেছি। যা দেশ-বিদেশে সুনাম অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। ইউএসটিসি আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত। তবু আমরা এর নামের সাথে আন্তর্জাতিক শব্দটি ব্যবহার করি না। বিদেশী অনেক ছাত্রছাত্রী এখানে পড়তে আসে। এর শিক্ষাগত মান বেড়েছে।

ইউএসটিসির এ সার্থকতা আমাকে অনুপ্রাণিত করে নানাভাবে। বিশেষভাবে আমি অনুভব করতে থাকি বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় একটা স্বাধীন প্রতিষ্ঠান হিসাবে যতটুকু এগিয়ে যেতে পারে এবং নানা দিক দিয়ে শিক্ষা এবং গবেষণা সম্প্রসারণ করতে পারে— নানা আইন কানুন এবং প্রশাসনের বেড়াজালে আবদ্ধ সরকারী বিশ্ববিদ্যালয় তা সহজে করতে পারে না।

বিশেষ করে হামদর্দ বিশ্ববিদ্যালয় পাকিস্তান কয়েকবার দেখার আমার সুযোগ হয়েছে। হাকীম সাঈদের

> সমন্বিত চিকিৎসা পদ্ধতি বর্তমান যুগে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে নিতান্ত গ্রহণযোগ্য একটা শ্রেষ্ঠ উপায়। হামদর্দ কিংবা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (ইউএসটিসি) মাধ্যমে এ পদ্ধতির প্রবর্তন যুগোপযোগী এবং বিজ্ঞানসম্মত একটি পন্থা। এটার প্রয়োজন ছিল বহুকাল আগে থেকেই। এতদিন হয়নি বলে এখন আমরা এ সুযোগ গ্রহণ করতে পেরেছি এবং তার জন্য আমরা নিজেদের ভাগ্যবান মনে করছি। ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ হামদর্দ এবং সম্মিলিত প্রচেষ্টায় সমন্বিত চিকিৎসা কর্মসূচী কঠিন হবার কথা নয়। অথচ এর অবদান অসামান্য বিবেচিত হবে, কালের সাক্ষ্য হয়ে থাকবে

সেতুবন্ধন রচনা করে। তবে আমি বলব ট্রাস্টি বোর্ডের সম্মানিত চেয়ারম্যানসহ সকল সদস্যের গঠনমূলক সমালোচনা, আন্তরিক পরামর্শ ও সহযোগিতা না পেলে হামদর্দের বর্তমান অবস্থানে আসা সম্ভব হতো না। এরা সবাই একই পরিবারের সদস্য হিসাবে কাজ করছে। এ পরিবেশ তৈরি করেছে হামদর্দের আদর্শ অথবা জনসেবা এবং হাকীম সাঈদের নিঃস্বার্থ অবদান।

হামদর্দ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা

বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় আইন বাংলাদেশের শিক্ষা ক্ষেত্রে একটা যুগান্তকারী ঘটনা— যার জন্য সরকার ও শিক্ষা মন্ত্রণালয় উভয়ে প্রশংসার দাবিদার। আমরা যারা বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছি তারা সকলেই এ সুযোগের অধিকারী হয়ে ভাগ্যবান। বাংলাদেশে বর্তমানে বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা প্রায় ৬০-এর কাছাকাছি। আপাত দৃষ্টিতে মনে হবে প্রয়োজনের তুলনায় অনেক বেশি। কিন্তু চাহিদার চেয়ে উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে এ সংখ্যা অপ্রতুল। এখনও এইচএসসি পাস করার পর অনেক মেধাবী ছাত্রছাত্রী উচ্চ শিক্ষা থেকে বঞ্চিত। সে যাই হোক, সরকারী বিশ্ববিদ্যালয় আইন বেসরকারী খাতে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সুযোগ এনে দিয়েছে এবং তারই সুবাদে আমিও সুযোগ গ্রহণ করেছি একটা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার। যার নাম ইউনিভার্সিটি অব সাইন্স এ্যান্ড টেকনোলজি চিটাগাং (ইউএসটিসি)-এর অগ্রগতিতে অনুপ্রাণিত হয়ে আমার মনে মনে ধারণা জন্মেছিল পাকিস্তান ও ভারত হামদর্দের মতো বাংলাদেশেও একটা বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে হামদর্দও যদি স্বাধীন রূপ দিতে পারে তাহলে এর প্রশাসন হবে স্বাধীন— সম্প্রসারণ হবে লাল ফিতার গতিশীল নেতৃত্বে এর সম্প্রসারণ এ বিশ্ববিদ্যালয়কে বিরাট রূপ দেয়া সম্ভব হয়েছে। হাকীম সাঈদ এর নাম দিয়েছেন মদীনাতুল হিকমা অর্থাৎ সিটি অব সায়েন্স কালচার এ্যান্ড এডুকেশন। এখানে কিন্ডারগার্টেন, স্কুল থেকে আরম্ভ করে স্নাতকোত্তর শিক্ষা ব্যবস্থা নাম মেডিক্যাল ও নন মেডিক্যাল ফ্যাকাল্টি সবই আছে তারই অনুসরণে হাকীম মোহাম্মদ সাঈদ মনেপ্রাণে চেয়েছিলেন অনুরূপ একটা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠা করতে। বাংলাদেশে ভারত ও পাকিস্তান হামদর্দের ন্যায় একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা দীর্ঘদিনের। বোর্ড অব ট্রাস্টির সভায় এ নিয়ে আলোচনা পর্যালোচনা হয়েছে। সবশেষে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা উদ্দেশ্যে একটি কমিটি গঠন করা হয়। ৫ (পাঁচ) সদস্যবিশিষ্ট কমিটির আমি চেয়ারম্যান নিযুক্ত হই। প্রজেক্ট বাস্তবায়নের জন্য কমিটির নিকট বিভিন্ন প্রস্তাব আছে। কেউ কেউ প্রজেক্ট প্রোফাইল তৈরির জন্য ২-লক্ষ টাকা প্রয়োজন বলে জানান। এ ধরনের প্রজেক্ট যেমন— বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম প্রতিষ্ঠার পূর্ব অভিজ্ঞতা আমার নিজের এবং আমার ব্যক্তিগত সচিব এমএ জব্বারের রয়েছে। আমরা কাজটাকে গুরুত্বের সাথে গ্রহণ করেছিলাম এবং সপ্তাহের মধ্যেই প্রজেক্ট প্রোফাইল তৈরি করতে সক্ষম হই। অথচ অন্যরা বলেছিলেন প্রজেক্ট প্রোফাইল তৈরির জন্য ৬ মাসেরও অধিক সময়ের প্রয়োজন। আমাদের প্রজেক্ট প্রোফাইলটি বোর্ড অব ট্রাস্টি সর্বসম্মতভাবে অনুমোদন করেছে। তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী প্রজেক্টটির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন এবং তিনি প্রজেক্ট প্রোফাইল পুরোপুরি দেখার আগ্রহ প্রকাশ করেন।

তবে বিশ্ববিদ্যালয় আইন অনুসারে কিছু শর্ত পূ

...সুপারভাইজার ৩ জন (এস... ফ্রী, খাওয়া নিজের। বি... জিলানি মার্কেট, বোর্ডবাজ... -০১৬৭০-৯২৫২৭৭।

আবশ্যক : সদ্যনির্মিত ... গার্ড ১৭ জন। বে... সিকিউরিটি সুপারভাইজ... (এসএসসি), ৫২০০/=, ৫... "বিটকো গ্রুপ" মেহেরজান... তলা), বোর্ডবাজার, ০১৯১২২৭৫৩৮৫, ০১১৯...

গার্ড আবশ্যক : মোবা... স্থায়ীভাবে নিজ এলাকা... ডিউটির ২০ জন গার্ড আব... ট্রেনিং ঢাকায়, ট্রেনিংয়ে... এলাকায়। বেতন আকর্ষ... চিকিৎসা+ পোশাক ফ্রী। ... জয়েন্ট। ০১৯২১-০৫১২৫...

গার্ড আবশ্যক : ওষুধ ... স্থায়ীভাবে ডিউটির জন্য ... বেতন আকর্ষণীয় ওটিসহ ... কোম্পানিতে। মাসে ৩ দি... বোনাস (৫ম/৮ম) আসার ... ০১৭৩১৮১৭৩৩৯। মিরপুর

গার্ড আবশ্যক : বাংলা... গ্রামীণ মোবাইল টাওয়ারে ... ১৫ জন সিকিউরিটি গার্ড ... পাস বেতন ৫০০০/- ঢাব... ট্রেনিং পরে নিজ জেলা... চিকিৎসা ফ্রি। ০১৭... ০১৯১১৪৪৫৪৪৮।

গার্ড আবশ্যক : গ্রামীণ টা... জরুরী ভিত্তিতে ৮ জন সি... আবশ্যক। বেতন আক... চিকিৎসা ফ্রি, নিজ এলা... ডিউটির সুযোগ। ০১৭২৭৮০২৩০৩।

আবশ্যক : আকর্ষণীয় বে... কোম্পানিতে স্থায়ীভাবে ডিউ... জন গার্ড প্রয়োজন। থা... চিকিৎসা কোম্পানিতে। মা... বোনাস সুবিধা। আসাম... ০১৯১১৮৫৯৮৮৩।

আবশ্যক : দক্ষ/অদক্ষ, ... নিয়োগ। সহঃমার্চেন্ডাইজ... (BA/MA) বায়িং QC ১০ ... QC ম্যানেজার ৮ ... সুপারভাইজার ১৫ ... প্রশিক্ষণকালীন ভাতা+হো... বেতন আলোচনা সাপেক্ষ। গ্রীন ফ্যাশন- ০১৭১১৯৯৭৯...

গার্ড আবশ্যক : মোবাইল ... জন গার্ড, বেতন আকর্ষ... নিজের অভিজ্ঞতা জামানত ... গ্রামের লোকদের অগ্রাধিক... নিয়োগ-০১৯১৮-৮৮১০৩৮

গার্ড আবশ্যক : তুরস্ক মা... স্থায়ীভাবে ডিউটির জন্য ৩ ... জন সুপারভাইজার আবশ... চিকিৎসা ফ্রি। খাওয়ার সু... ছুটি+বোনাস। বেতন ... ম্যানেজার-০১৯১৩০৯৪৩৫০।